কলিকাতা হাইকোর্টে

(টেস্টামেন্টারি এবং ইন্টেস্টেট জুরিসডিকশন)

অরজিনাল সাইড

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি কৃষ্ণ রাও

২০১৮ এর টিএস ৪

ইন দা গুডস অফসেফালি বসু (ডিসেম্বর)

এবং-

জয়দীপ গুহ

বনাম

গৌতম বসু

শ্রী চয়ন গুপ্ত

শ্রী পৌরুষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী অভিজিৎ দে .... বাদীর জন্য

শোনা হয়েছে : ২৬. ০৯. ২০২২

রায় দেওয়া হয়েছে : ০৩. ১১. ২০২২

বিচারপতি কৃষ্ণা রাও :

বাদী ২০০৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে নিহত সেফালি বসুর শেষ উইল এবং শেষ ইচ্ছাপত্র এবং ২০০৮ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে উইলের ক্রোড়পত্র এর লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করার জন্য তাৎক্ষণিক আবেদন দাখিল করেছেন। প্রাথমিকভাবে, পিএলএ নং ২০১৫-র ১৮৮ দাখিল করা হয়েছিল জয়দীপ গুহ দ্বারা, যেখানে মৃত উইলকারিণীর পুত্র গৌতম বসু বিচারকার্য স্থগিত রাখার আদেশ দাখিল করেছিলেন এবং তাঁর সমর্থনে হলফনামা দাখিল করেছিলেন।বিচারকার্য স্থগিত রাখার আদেশ এবং হলফনামা পাওয়ার পর ২০১৫-র পিএলএ নং ১৮৮-কে ২০১৮-র ৪ নং টেস্টামেন্টারি স্যুটে রূপান্তরিত করা হয়।

জয়দীপ গুহ যেহেতু প্রোবেট অনুমোদনের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেননি, তাই এই উইল এবং উইলের ক্রোড়পত্র এর সুবিধাভোগী তানিয়া গুহ তাৎক্ষণিক মামলায় বাদী হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেওয়ার জন্য ২০১৫ সালের জিএ নং ৫ নামে একটি আবেদন করেছিলেন এবং সেই অনুসারে এই আদালত তা মঞ্জুর করেছিল।

বাদীর মামলা অনুযায়ী, মৃত সেফালি বসু স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় সম্পত্তির মালিক ছিলেন।৭ ই ডিসেম্বর,২০০৬ সেফালি বসু একটি উইল সম্পাদন করেন যা আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের কাছে যথাযথভাবে নিবন্ধীকৃত হয় এবং পরবর্তীত ১৮ ই জুলাই, ২০০৮ উক্ত সেফালি বসু একটি উইলপত্র সম্পাদন করেন যা আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের কাছেও নিবন্ধীকৃত হয়।

উক্ত উইল ও উইল দ্বারা বাদীর মামলা অনুযায়ী, জয়দীপ গুহ নামে প্রোফর্মা বিবাদীকে উক্ত উইল ও শেষ ইচ্ছাপত্র এবং ক্রোড়পত্রের নির্বাহক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।এই উইল এবং শেষ ইচ্ছাপত্রে গীতা গুহ (এখন মৃত) এবং সুরজিত চৌধুরী নামে দুজন প্রত্যয়িত সাক্ষী রয়েছে।গীতা গুহের মৃত্যু হয়েছে ১৩. ০৩. ২০১৩ তারিখে।১৮. ০৭. ২০০৮ তারিখে অমিতাভ সরকার, সুরজিত চৌধুরী এবং শ্রীমতি সরকার তিনজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে উক্ত সেফালি বসু এই উইলপত্র সম্পাদন করেছেন ।

সেফালি বসু ২৬.১২.২০১৪ তারিখে গৌতম বসু (পুত্র/কাভিএটার), তানিয়া গুহ নাতনী (এখানে বাদী) এবং জয়দীপ গুহ নাতি (উইলের পূর্ববর্তী নির্বাহক) রেখে মারা যান।সেফালি বসুর স্বামী আর এন বসু তাঁর স্ত্রীর পূর্বেই প্রয়াত ছিলেন।

সেফালি বসুর প্রয়াত স্বামী রবীন্দ্রনাথ বসু, প্রয়াত আশিস কুমার গুহের এখন মৃত স্ত্রী গীতা গুহ এবং সেফালি বসুর প্রয়াত কন্যা অকৃত-ইচ্ছাপত্র করে মারা গিয়েছেন যথাক্রমে ১৩. ০১. ২০০০ এবং ১৩. ০৩. ২০১৩ তারিখে গৌতম বসুকে তার পুত্র হিসাবে , জয়দীপ গুহকে তার প্রাক-মৃত কন্যার নাতি হিসাবে এবং তানিয়া গুহ প্রাক-মৃত কন্যার নাতনী হিসাবে রেখে গেছেন।

সাক্ষ্য গ্রহণের সময় বাদী সুরজিত চৌধুরী, অমিতাভ সরকার এবং তানিয়া গুহ (বাদী নিজে) নামে তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।সুরজিৎ চৌধুরী নামে প্রথম সাক্ষী উইল এবং কোডিসিলের অন্যতম প্রত্যয়িত সাক্ষী এবং দ্বিতীয় সাক্ষী অমিতাভ সরকার ১৮.০৭.২০০৮ তারিখের উইলপত্র এর প্রত্যয়িত সাক্ষী।২০০৮ সালে.৩ নম্বর সাক্ষী হলেন বাদী, উইল এবং ক্রোড়পত্রের উত্তরাধিকারী।

প্রথম দুই সাক্ষী সুরজিৎ চৌধুরী ও অমিতাভ সরকারকে বিবাদী পক্ষ জেরা করেছে কিন্ত কিন্তু পরবর্তীকালে বিবাদী বর্তমান মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করে দেয়। ২ নম্বর সাক্ষী অমিতাভ সরকারকে এই আদালতে জেরা করা হয় এবং আংশিকভাবে জেরা করা হয় পরবর্তীকালে কমিশনের মাধ্যমে ২ নম্বর সাক্ষীকে জেরা করা হয়। বিদগ্ধ অ্যাডভোকেট কমিশনার ১৮.০৭.২০২২ তারিখে প্রতিদ্বন্দ্বী বেক্তিদের

জন্য বিদগ্ধ কাউন্সেলের কাছে প্রতিবেদনটি প্রচার করে আদালতে এই প্রতিবেদন দাখিল করেন।কিন্তু ১৮. ০৭. ২০২২ তারিখে বিবাদীর পক্ষে কেউ উপস্থিত ছিলেন নাএবং এই আদালত বাদীর আইনজীবীকে নির্দেশ দিয়েছেন শুনানির পরবর্তী তারিখ বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীকে জানাতেএবং সেই অনুযায়ী মামলাটি ০৩.০৮.২০২২ তারিখে বাদীর পক্ষে ৩ নম্বর সাক্ষীকে জেরা করার জন্য ধার্য করা হয়।

০৩.০৪.২০২২ তারিখে, বিবাদীর জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি হাজির হয়েছিলেন বল্লেন যে তিনি বিবাদীর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাচ্ছেন না এবং তাত্ক্ষণিক মামলা থেকে অবসর প্রার্থনা করছেন এবং তদনুসারে বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত থাকা বিজ্ঞ কৌঁসুলি তাৎক্ষণিক মামলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ০৩.০৪.২০২২ তে ৩ নং সাক্ষীকে জেরাকরা হয় এবং বাদী তার সাক্ষ্য সমাপ্ত করে দেন এবং সেই অনুসারে এই আদালত বিষয়টি ২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ধার্য করেন। ০৩.০৮.২০২২ তারিখ এর আদেশ অনুসারে ,

প্রত্যয়িত সাক্ষী পি. ডব্লিউ. ১, সুরজিত চৌধুরী, যিনি উইল অ্যান্ড কোডিসিল-এর প্রত্যয়িত সাক্ষী, তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, “মিসেস সেফালি বসুর বাড়িতে আমার নিয়মিত সফরের সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি তার নাতনী তানিয়া গুহের পক্ষে আগের উইল এবং কোডিসিলের পরিবর্তে একটি নতুন উইল তৈরি করতে চান।তিনি আরও বলেন যে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁকে এই উইল-এর একজন সাক্ষী হতে হবে।নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে তিনি তাঁদের বাড়িতে এসে দেখেন অন্য সবাই ওই ঘরে বসে আছেন, তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করেছেন, মিসেস সেফালি বসু, তাঁর মেয়ে মরহুম গীতা গুহ এবং তাঁর দুই নাতি জয়দীপ গুহ ও তানিয়া গুহ এবং বিজ্ঞ আইনজীবীরাও উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে, সেফালি বসু ইংরেজিতে লেখা উইল পড়লেন এবং সেই সময় তিনি পৃষ্ঠাগুলি পালটাতে লাগলেন এবং আরও একবার পড়ার জন্য পৃষ্ঠাগুলিতে ফিরে গিয়েছিলেন। সমস্ত পৃষ্ঠা পড়ার পর, তিনি উইল-এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেছিলেন।তিনি আরও বলেন যে, মিসেস বসুর উইল স্বাক্ষর করার পর, মিসেস গীতা গুহ এই উইল পাঠ করেন এবং তারপর উইল-এ স্বাক্ষর করেন তারপর সে উইল পাঠ করেন এবং উইল-এ স্বাক্ষর করেন। সাক্ষী সুরজিত চৌধুরী শ্রীমতি সেফালি বসুর স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন যা উক্ত উইল-এ লাল রঙে পরিবৃত্ত। তিনি তার স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন যা নীল রঙে পরিবৃত্ত। তিনি আরও বলেন যে, উইল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার কারণে তিনি মানসিকভাবে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন ।তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি খুব স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যে ছিলেন এবং তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।এই উইল প্রদর্শনী ‘এ’ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে এবং সেফালি বসুর স্বাক্ষরটি প্রদর্শনী ‘এ১’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁর স্বাক্ষরটি প্রদর্শনী ‘এ২’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, ২০০৮ সালে তাঁদের বাড়িতে তাঁর নিয়মিত সফরের সময়, তিনি তাঁকে উল্লেখ করে বোলেছিলেন যে তিনি উইল-এ কিছু পরিবর্তন করতে চান এবং সেই অনুসারে নির্দিষ্ট তারিখে,

তিনি তাঁর বাড়িতে যান এবং তিনি মিসেস সেফালি বসু সহ আশেপাশে বসা ব্যক্তিদের দেখতে পান। তিনি আরও বলেন যে মিসেস সেফালি বসু ইংরেজিতে লেখা ক্রোড়পত্র টি পড়েছিলেন এবং তারপরে তিনি ক্রোড়পত্র টির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেছিলেন, তারপরে অমিতাভ সরকারও এই ক্রোড়পত্র স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তিনিও সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তারপরে শ্রীমতি সরকারও সাক্ষী হিসাবে এই ক্রোড়পত্র স্বাক্ষর করেছেন। তিনি আরও জানান, এরপর রেজিস্ট্রার এর আধিকারিকরা আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য নথিটি নিয়ে গেছেন।

ক্রোড়পত্র টি প্রদর্শনী 'বি' হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে এবং সেফালি বসুর স্বাক্ষরটি প্রদর্শনী 'বি-১' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সাক্ষীর স্বাক্ষরটি প্রদর্শনী 'বি-২' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ক্রোড়পত্র সম্পাদন করার সময় সেফালি বসু মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন। উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়েছিল কিন্তু জেরা করার সময় উইল এবং ক্রোড়পত্র কার্যকর করার জন্য কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি তৈরি করতে কোনও প্রতিকূল ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়নি।নম্বর ২ সাক্ষী , শ্রী অমিতাভ সরকার, যিনি ক্রোড়পত্রর সাক্ষী, জানিয়েছেন যে শ্রীমতি সেফালি বসু তাঁকে জানান যে তিনি ২০০৬-এর ৭ ই ডিসেম্বর একটি উইল তৈরি করেছেন এবং এখন তিনি এই উইল-এর জন্য একটি ক্রোড়পত্র তৈরি করতে চলেছেন এবং সেই সময় তিনি তাকে জানান যে তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি তার নাতনী তানিয়া গুহকে দিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁকে ক্রোড়পত্রর সাক্ষী হওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে ১৮. ০৭. ২০০৮ তারিখে তাঁর অনুরোধে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি শ্ফালি বসুর বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে শ্রীমতি সেফালি বসু তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে বসে আছেন এবং তিনি রেজিস্ট্রার অফিস এর কিছু লোকজনে এবং শ্রী সুরজিত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছেন।তিনি আরও বলেছেন যে মিসেস সেফালি বসু ইংরেজিতে ক্রোড়পত্রটি লিখেছিলেন এবং তিনি ক্রোড়পত্রটি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তিনি সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন এবং তারপরে শ্রী চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী উক্ত ক্রোড়পত্রটির সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন। তিনি এবংও বলেছেন যে ক্রোড়পত্রটি কার্যকর করার সময় শ্রীমতি সেফালি বসু শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন।তাঁকে দীর্ঘ সময় জেরা করা হলেও ক্রোড়পত্রটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

সাক্ষী নং ৩, তানিয়া গুহকে, যিনি বাদী এবং উইল অ্যান্ড কোডিসিলের সুবিধাভোগী, সাক্ষী নং ৩ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তার পরীক্ষার প্রধানে, তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তার ঠাকুমা এবং ঠাকুরদা দিল্লিতে বসবাস করতেন এবং তার কাকু গৌতম বসু এবং তার পরিবারের সদস্যরা তাদের সাথেই বসবাস করতেন কিন্তু তার ঠাকুমা এবং দাদীর প্রতি তার কাকু এবং কাকিমার আচরণ খুব খারাপ ছিল।

তিনি আরও বলেছেন যে তার ঠাকুরদা এবং ঠাকুমার প্রতি তার কাকু এবং কাকিমার খারাপ আচরণের কারণে, তার ঠাকুরদা এবং ঠাকুমা তার বাড়িতে কোলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।তিনি আরও বলেছেন যে তাঁর কাকু গৌতম বসু এবং তাঁর দাদু-ঠাকুমার মধ্যে টানাপোড়েন

ছিল।তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়, কিছু নথি এক্সিবিট "সি" থেকে এক্সিবিট "জে" পর্যন্ত প্রদর্শনী হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছিল যা সেফালি বসু এবং বিবাদীর মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে সেফালি বসু ভাল মানসিক স্বাস্থ্যে ছিলেন এবং তিনি পুরোপুরি কথোপকথনে সক্ষম ছিলেন এবং ইংরেজিতে যোগাযোগ করতে পারতেন।

বিবাদী পক্ষ হলফনামা দাখিল করে এবং সাক্ষী নম্বর ১ এবং ২-কে জেরা করে এই আবেদন করেছে যে উইলকারিণী নিরক্ষর ছিলেন এবং ইংরেজি বুঝতে পারতেন না এবং তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল নাকিন্তু ১ এবং ২ নং সাক্ষীদের জেরা করার সময় তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো নথি প্রসতুত করাহয়নি।এফিডেভিট এর এই আবেদনের সমর্থনে বিবাদী কোনও সাক্ষী পেশ করেনি এবং ১ ও ২ নম্বর সাক্ষীকে জেরা করার সময় বিবাদী তার আবেদনের সমর্থনে তার সাক্ষী হিসাবে নিজেকে বা কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি।

আবেদন এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর, বিশেষ করে ১ ও ২ নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য খতিয়ে দেখার পর আদালত দেখেছে যে, বাদী প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, সাক্ষীদের উপস্থিতিতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকায় উইলকারিণী উইল ও ক্রোড়পত্র সম্পাদন করেছেন এবং তা সাব-রেজিস্ট্রারের কাছে যথাযথভাবে নথিভুক্তকরা হয়েছিল।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ০৭-১২-২০০৬ তারিখের উইল এবং ১৮-০৭-২০০৮ তারিখের কোডিসিল-এর ভিত্তিতে ৫,০০,০০০/- লক্ষ টাকার বন্ড এবং দু'টি জামানতের বিনিময়ে আবেদনকারীকে লেটারস ওফ অ্যাডমিনিসট্রেশান উইলের শর্তে বাদীর পক্ষে মঞ্জুর করা হল।

এইরূপে, ২০১৮-র টিএস-৪-এর নিষ্পত্তি হল।

(কৃষ্ণ রাও, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.